Registered No. 46

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ ভাগ | ১৬ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার সন ১২৭৮ সাল ইং ২৮ মার্চ্চ ১৮৭২ খৃঃ অব্দ | ৭ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিক

১৬ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

কলিকাতা।

আমরা শুনিলাম বহুবিবাহ নিবারণ উদ্দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঢাকায় যাইবেন। বিক্রমপুরে অনেক কুলীন বাস করেন। সম্ভবতঃ তাহাদের বহুবিবাহ সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য। বহুবিবাহ সম্বন্ধে সপক্ষ বিপক্ষ উভয় মতই প্রবল। যাহারা বিপক্ষ তাহারা অন্যান্য আপত্তির মধ্যে এই কয়েকটি কথা বলেন। বিদেশী রাজার হাতে কোন সামাজিক বিষয়ের ভার দেওয়া নির্ব্বিঘ্ন নহে। প্রয়োজন মত সমাজ গঠন করা বিদেশী রাজার অনেক সময় স্বার্থ থাকিতে পারে। ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে সময় সময় সাহায্য চাহিলে গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ না করিলে কোন দোষ করিবেননা। বহুবিবাহ দ্বারা অনেক অনিষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু এদেশে ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে কেবল বহুবিবাহ এক্ষণ প্রচলিত আছে। তাহাও আবার কেবল কুলীন দিগের মধ্যে। সুতরাং এরূপ সামান্য অনিষ্টনিবারণের নিমিত্ত হিন্দু সমাজকে দুর্ব্বল করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। আবার বহুবিবাহ যে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে তাহাতে বোধ হয় আর অনেক দিন উহা থাকিবে না।

আমরা কোন দৈনিক পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট এডুকেশন গেজেটকে যে ৩০০ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতেন তাহা উহা অপেক্ষা কোন এক ভাল বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রিকাকে প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না এডুকেশন গেজেট কেন গবর্ণমেণ্টের নিকট এত অনাদৃত হইলেন। এডুকেশন গেজেটে রাজনীতি বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সমুদয় সকল সময় প্রকাশিত হয় না, এবং ইহার কারণ এই যে উহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। অল্প মূল্যে শিক্ষা দান করা যদি এডুকেশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে তাহা সম্পূর্ণ রূপে উহা দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ইহাতে পুস্তকাদির সমালোচন, কবিতা, পৌরাণিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক বিষয় এবং সময়ে২ সামাজিক প্রস্তাব সমুদয় যেমন উত্তম লেখা হয় এরূপ সম্ভবতঃ আর কোন পত্রিকায় লিখিত হয় না। ইহার গ্রাহকশ্রেণীও অনেক বাঙ্গলা সম্বাদপত্রিকার অপেক্ষা বেশী, এমতাবস্থায় গবর্ণমেণ্ট কি অপরাধে ইহার প্রতি বিরক্ত হইলেন, আমরা জানিনা। গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন উত্তম সম্বাদ পত্রিকাকে এই বৃত্তিটি প্রদান করিবেন বলিতেছেন, কিন্তু আমরা বোধ করি পদস্থ কোন সম্বাদ পত্রিকাই বৃত্তি প্রাপ্তি আশায় গববর্ণমেণ্টের নিকট আপনাকে বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইবেন না। গবর্ণমেণ্ট এডুকেশন গেজেটের স্কন্ধে দোষ রাখিয়া এ বৃত্তিটি উঠাইবার ফিকির ত করিতেছেন না?

জন কয়েক ব্যক্তি একটি নূতন রকম বাজার বসানের সংকল্প করিতেছেন। বাজারটি রেলওয়ে গাড়িতে বসিবে। ইহারা কলিকাতা হইতে ৭॥ টার সময় যে গাড়ী ছাড়িবে তাহার চতুর্থ ক্লাসের এক খানি গাড়ীতে নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি কলিকাতা হইতে লইয়া যাইবেন॥ ইহাতে কলিকাতার নানা বিধ উপাদেয় দ্রব্য, বড় বাজারের মিষ্টান্ন, ভাল ভাল ফল ফুলরি, কলের জল, বরফ প্রভৃতি লইবেন এবং ষ্টেশনে২ বিক্রয়ের নিমিত্ত উহা রাখিয়া যাইবেন। কোন যাত্রির ইচ্ছা হইলে তিনি উক্ত গাড়ীতে আসিয়া বিশ্রাম করিতে ও পানতামাক খাইতে পারিবেন। আবার গোয়ালন্দ হইতে রাত্রি আটটার যে গাড়ী ছাড়ে তাহার এক খানি চতুর্থ ক্লাশের গাড়ী ইহারা লইবেন এবং সেখান হইতে মৎস্য দুগ্ধ এবং মফস্বলস্থ ফল ফুলরি তরকারি প্রভৃতি কলিকাতায় আনয়ন করিবেন। বড়২ টবে জল রাখিয়া মৎস্য জীওইয়া জীবিতাবস্থায় কলিকাতায় আনিবেন। নির্জ্জলা দুগ্ধ ও সদ্য তরকারি সমুদয় আমদানি করিবেন। মফস্বলে যেখানে যেখানে ভাল আম্র, নিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি পাওয়া যায় তাহাও ইহারা এখানে আমদানি করিবেন॥ এতদ্ভিন্ন মফস্বল হইতে কোন দ্রব্যাদি প্রেরণের আদেশ পাইলে তাহা যোগাইবেন। গাড়ীতে এক জন ব্রাহ্মণও অপর আর এক জন চাকর থাকিবে॥ যত উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির আমদানি করিতে পারেন তাহার ত্রুটি করিবেন না। ইহারা এত দিন কাজ আরম্ভ করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাহাদের মাসে রেলের ভাড়া প্রভৃতিতে প্রায় ১২ শত টাকা এবং ইহা ছাড়া জিনিস পত্র আমদানির নিমিত্ত অনেক অর্থ ব্যয় পড়িবে। জিনিস পত্র তেমন বিক্রয় হয় কিনা তাহার কোন ঠিকানা নাই এবং এই নিমিত্ত তাহারা ইতস্তত করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটি বাজার বসিলে রেলওয়ে যাত্রী দিগের এবং মফস্বলস্থ ভদ্রলোকের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। আমরা জানি মফস্বলে অনেক ২ সময় বরফ এবং উত্তম খাদ্যাদির বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। কলিকাতাস্থ লোকেরাও ভাল মৎস্য দুগ্ধ প্রভৃতি মফস্বলের খাদ্য দ্রব্যের সুবিধা পাইলে সম্ভবতঃ ভারি উপকার বোধ করিবেন। আমাদের বিবেচনায় যাহারা এই সংকল্প করিতেছেন তাহারা সম্বাদ পত্রে ও স্থানে২ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত ও সাধারণের এ সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তাহা হইলে তাহারা কতক বুঝিতে পারিবেন যে তাহাদের উদ্দেশ্য কত দূর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা।

সমাজের উন্নতির সঙ্গে দেশে নূতন আমোদ আহ্লাদের আবির্ভাব হয়। ইংরাজি সভ্যতায় এ দেশে অন্যান্য আমোদের মধ্যে মদ্য পান এবং নাটকাভিনয় আনয়ন করিয়াছে। বিষ ও বিষহরি বিধাতা একেবারে সৃষ্টি করেন। মদ আসিয়া যেমন হিন্দু সমাজে নানা পাপ প্রস্রবণ খুলিয়াছে, সমাজ সংস্কার করিবার নিমিত্ত তেমনি নাটক অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। নাটক অভিনয় দ্বারা সংসারের বিস্তর উপকার সম্পাদিত হয়, আবার অযোগ্য হাতে পড়িলে উহা কর্ত্তৃক বিষময় ফল উৎপাদিত হয়। যখন কৃষ্ণ নগরের কালেজের ছাত্রগণ এই আমোদে উন্মত্ত হন এবং অন্যান্য স্কুল ছাত্রগণ তাহাদের অনুসরণ করে, তখন আমাদের আতঙ্ক হয়। পাপ সমুদয়কে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করা নাটক অভিনয়ের একটি প্রধান কাজ এবং বালকদিগের কোমল হৃদয় অনেক সময় উহার প্রভাব সহ্য করিতে পারে না। যাহা হউক আমরা দেখিতেছি নাটক অভিনয়ের ভার ক্রমে যোগ্য হস্তে পতিত হইতেছে। ঢাকার সুশিক্ষিত যুবকেরা সম্প্রতি রামাভিষেক নাটক অভিনয়ে ব্যাপৃত হইয়াছেন। রামাভিষেক বিষয়টী নীতি পরিপূর্ণ এবং যদি অভিনয়টী সুচারু পূর্ব্বক হয়, তবে উহার দ্বারা বিশেষ মঙ্গল সম্পাদিত হইবে। ঢাকার যুবকেরা উৎসাহী এবং সরল চেতা। তাঁহারা অভিনয় কার্য্যে যে রূপ কায় মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতে অভিনয়টি সুচারু পূর্ব্বক হইবার সম্ভাবনা। আমরা এক দিন ইহাদের কয়েক জন অভিনেতৃগণের অভিনয় দেখিয়াছিলাম এবং আমাদের বিবেচনায় উহা চমৎকার হইয়াছিল। যুবকেরা চাঁদা দ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। একটি রঙ্গ ভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে চিত্রকর লইয়া গিয়া উত্তম উত্তম চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। অভিনেতৃ গণের মধ্যে ঢাকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা আছেন। পাছে উহার দ্বারা কোন অমঙ্গল হয়, এই নিমিত্ত তাহারা উহাতে স্কুলের কোন ছাত্রকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমাদের দেশে নাটক অভিনয়ের নিমন্ত্রণ প্রায় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে হয়। যাহার ইচ্ছা সে উহা দর্শন করিতে যাইতে পারে না। ঢাকার অভিনয়ে সেটি হইবে না। অভিনয় কর্ত্তারা উহার নিমিত্ত টিকিট বিক্রয় করিবেন, টিকিট চার দুই এবং এক টাকা মূল্যে

থাকিবে। অভিনয় উৎপন্ন টাকা দ্বারা তাঁহারা দেশের সংকার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। প্রকৃত তাঁহারা টিকিট বিক্রয়ের প্রথা বাহির করিয়া দেশের একটী অভাব যেমন দূর করিতেছেন, তেমন সংকার্য্যানুষ্ঠানের একটী প্রধান পথ বাহির হইতেছে। এরূপ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা উপার্জ্জনকারী দিগের গৌরব লাঘব না হইয়া প্রত্যুত বৃদ্ধি হইবে।

মহরমের সময় অনেক গুলি বিদ্রোহ-সূচক মুদ্রিত বিজ্ঞাপন কলিকাতার নানাস্থানে প্রকাশিত হয় এবং আমরা শুনিলাম তাহাতে লিখিত থাকে যে, যে ব্যক্তি ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে পারিবে সে এত টাকা পুরস্কার পাইবে। উহাতে প্রধান প্রধান রাজ পুরুষ গণের পদানুসারে পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হয়। এটি প্রথম একজন ফিরিঙ্গির দৃষ্টিতে পড়ে এবং তিনি উহা পোলিসের জ্ঞাতসারে আনেন। অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে ডেলি একজামিনারের আফিসের একজন বরতরফী মুসলমান কম্পোজিটর সুযোগ মত আফিসে প্রবেশ করিয়া এ বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত করিয়া আনে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ সামান্য ও হাস্যাস্পদ বিষয়ের কোন তত্ত্ব না লওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু গত দুইটি ভয়ানক অপঘাত মৃত্যুর পর আর কোন বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া পরিত্যাগ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে।

রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং গবর্ণমেণ্ট।

আমরা গতবারে কৃষ্ণ নগরের এক খানি পত্র প্রকাশ করিয়াছি। পত্রের একস্থলে [illegible] হইয়াছে ঃ—

সম্প্রতি মিউনিসিপাল বিল প্রচলিত হইবার কথা শুনিয়া প্রজা সাধারণ যেরূপ ভীত হইয়া একত্র হইয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমাদিগের দেশে এরূপ আর কখন হয় নাই। অদ্য কৃষ্ণ নগরে প্রজা সাধারণের একটি সভা হইয়াছিল॥ প্রায় পাঁচ ছয় হাজার লোক একত্র হইয়াছিল॥ তাহাদিগের মুখ দেখিবামাত্র বোধ হইয়াছিল ইহারা প্রতিজ্ঞারূঢ় ব্যক্তি, লোক দেখানিয়া সভায় আইসে নাই, আন্তরিক যত্নের সহিত একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত না করিলে আইনানুগত সদুপায় করিতে কিছু মাত্র ক্রটী করিবে না॥ পরিশেষে অদৃষ্টে যাহাই হউক যদইচ্ছাক্রমে কর ধার্য্য করিলে তাহা না দিবার উপায় করিবে। আমাদিগের লেপটেনান্ট গবর্ণর সাহেব মফস্বলের অবস্থা অনুসন্ধান না করিয়া অন্ধকারে হাঁতড়াইতে২ যে বিষ মন্থন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা দ্বারা দেশ জর্জ্জরীভূত করিয়া তুলিবে॥

শুদ্ধ কৃষ্ণনগরে নহে মিউনিসিপাল আইন সম্বন্ধে সর্ব্বত্র লোকের মনের ভাব এই রূপ। কুমারখালি হইতে এক জন আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে তথায় রাজনীতি বিষয়ক একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয় এবং সকলেই ভারি উৎসাহী। বর্দ্ধমান হইতে বর্দ্ধমান সমাজের সম্পাদক পত্র লিখিয়াছেন "আমরা মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে ৩ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত এক খণ্ড আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছি।" রাণাঘাটে যে সভা হয় তাহাতে অন্যূন দুই শত স্ত্রীলোক উপস্থিত হন এবং সভাপতি উৎসাহ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে বলেন যে "যদি লেফটেনেণ্ট গবরণর আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত না করেন, আমরা যেখানে গিয়া সুবিধা হয় সেই খানে যাইব। পার্লিয়েমেণ্টে যাইতে হয় সেইখানে যাইব এবং ইহার নিমিত্ত যত অর্থ ব্যয় হয় করিব।" ধন্য উৎসাহ ও দেশহিতৈষিতা! ইংরাজেরা চিরকাল মুখে বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহারা কেবল ভারতবর্ষের মঙ্গলের নিমিত্ত এ দেশে আসিয়াছেন। এক্ষণ সেটি সপ্রমাণ হইল। লোকের এত সাহস, নিজ স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এ কেবল ইংরাজ শাসনের ফল॥ ইংরাজেরা এদেশে বিস্তর অত্যাচার করিয়াছেন, আমাদিগের নিজ স্বত্ব একটি একটি করিয়া কাড়িয়া লইয়াছেন, আমাদের শোণিত শোষণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগকে প্রাণে কখনই মারেন নাই। আমাদের জীবনী শক্তির পোষণ না করুন, ধ্বংশ করেন নাই। তাঁহারা যে এই উপকারটী করিয়াছেন তাহারই পরম প্রীতিকর ফল এক্ষণ ফলিতেছে। কোন জাতি চিরকাল অবনত অবস্থায় পতিত থাকিতে পারে না। মুসলমানেরা ভয়ানক নিষ্ঠুর অত্যাচারী ছিল, প্রজা মাত্রকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিত, দেশে না ছিল আইন না ছিল বিচার, দেশে শান্তি ছিল না, কোন স্বত্বই নির্ব্বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু পরিণামে ইহারা কতক অবনতও হিন্দুরা উন্নত হইল, উভয় জাতি সমপদবীতে দণ্ডায়মান হইল, রাজ্যে উভয় জাতির তুল্য ক্ষমতা হইল। কে করিল? কেন হইল? তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। নৈসর্গিক নিয়মের প্রতিরোধ কস্মীন কালে হয় নাই, হইবেও না। এবং শুদ্ধ সেই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাবে এই রূপ শুভ ফল ফলিল। ইহাতে ইংরাজ রাজ শাসনে যে প্রজারা আপনাদের স্বত্বের নিমিত্ত রাজপুরুষগণের সম্মুখে দৃঢপ্রতিজ্ঞাসহ দণ্ডায়মান হইবে তাহার বিচিত্র কি? ইহাতে আমরা গৌরবান্বিত হই না হই, ইংরাজ জাতি প্রকৃত গৌরবান্বিত হইবেন। আমরা একবার বলি যে, যে দিন প্রজারা নিজ স্বত্ব কি তাহা বুঝিবে, তাহার নিমিত্ত রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইবে এবং যতক্ষণ রাজা তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত না করিবেন ততক্ষণ রাজদ্বারে প্রতীক্ষা করিবে, তখনই ইংরাজদিগের এ দেশের পক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধিত হইবে। এবং বোধ হয় জগদীশ্বরের কৃপায় ইংরাজদিগের মুখ এত দিন পরে উজ্জ্বল হইল। সম্ভবতঃ রাজপুরুষগণ প্রজাদিগের বর্ত্তমান ভাবের প্রতি সন্দিহান হইতে পারেন, এমন কি কোন কোন অদূরদর্শী রাজপুরুষ উহা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা ইংরাজ জাতির প্রকৃত গৌরব চান তাহারা ইহা দেখিয়া প্রকৃত আনন্দিত হইবেন। বাস্তবিক আমাদের বিবেচনায় এত দিনে ইংরাজ রাজশাসনের এ দেশে দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমে হয়ত রাজায় প্রজায় কিছু২ অসৌহৃদ্য ভাব হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে যখন বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া যাইবে, তখন উভয় দেখিবেন যে তাহারা পরস্পর পরস্পরের শত্রু নহে প্রত্যুত পরম মিত্র। প্রজার উৎসাহের এই প্রথম উদ্যম এবং আমাদের ভয় হয় পাছে তাহা ন্যায্য পথ উল্লঙ্ঘন করে। এখন প্রজা ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই ভারি সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। প্রজারা যেন উন্মত্ত অবস্থায় রাজার প্রতি ভক্তি ও সম্মান বিস্মৃত না হয়। রাজা হাজার অত্যাচারী হইলেও তিনি প্রজার কর্ত্তা এবং তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান অন্য কোন জাতির পক্ষে না হউক হিন্দু জাতির পক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম। তাহারা নীলকরদিগের সঙ্গে যে কৌশলে সংগ্রাম করে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট আদৃত হইবে, এবং তাহাদের কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে। প্রজার পক্ষ যত ন্যায্য হউক, তাহাদের বল যতই হউক কিন্তু তাহারা যেন গবর্ণমেণ্টের অনুরাগ হইতে বিচ্যুত না হয়। তাহা হইলে তাহাদের ক্ষুদ্র বল চূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, জগদীশ্বর না করেন, তাহারা ইহকালের নিমিত্ত পতিত হইবে। গবর্ণমেণ্টের এক্ষণ কি ভাবে চলা কর্ত্তব্য তাহা আমাদের বলা বাহুল্য। তাহারা যে শুষ্ক তরু জল সিঞ্চন দ্বারা মুকুলিত করিয়াছেন, উহা যাহাতে ক্রমে ফলবতী হয় তাহা করিবেন। অনেকে প্রজার বর্ত্তমান মনের ভাব দেখিয়া কিছু কিছু আশঙ্কা করিতেছেন। কতকগুলি ঘটনা দ্বারা তাহাদের শঙ্কাকে আরো দৃঢ়ীভুত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এ কোন শঙ্কার বিষয় নহে। শাসন সম্বন্ধে কিছু কিছু ক্রটি হইয়াছে। অথবা এটী বর্ত্তমান রাজশাসন প্রণালীর স্বাভাবিক ফল। ক্রটি হইয়া থাকে উহা সংশোধন করিলেই আর ভয়ের বিষয় নাই। এবং যদি স্বাভাবিক ফল হয় তবে তাহাতে ইংরাজদের ক্ষোভের বিষয় কি? যদি আমরা প্রকৃত আপনাদিগের দেশশাসন ভার নিজ হস্তে লইতে পারি, তাহাতে বোধ হয় কোন প্রকৃত ইংরাজ শঙ্কিত কি দুঃখিত হইবেন না। আমাদের নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা এত যত্ন করিতেছেন এবং আমরা যদি তাহাই শিখি

তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল মাত্র হইবে তাহাতে তাঁহারা দুঃখিত হইবেন কেন? কিন্তু আমরা জানি প্রজারা তত চাহে না। ততদূর যে তাহাদের দাবি আছে তাহা তাহারা জানেওনা।

বিবাহ আইন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম॥

বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় এদেশের সকল শ্রেণীর লোক সমান সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এবং সকলেই গৌরব করিতেছেন যে তাঁহারা যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আইন অবিকল সেইরূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কেশব বাবুর ও দেবেন্দ্র বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মরা ইহার প্রধান সপক্ষ ও বিপক্ষ ছিলেন। আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় উভয় দলই তুল্যরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কেশব বাবু প্রথম এই রূপ একটি আইন হওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যদিও তিনি যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন আইনটি তদ্রূপ হয় নাই, তথাপি ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে সুতরাং তাঁহার আনন্দোৎসব করিবার কথক দাবি আছে। তবে তিনি যে বলিতেছেন যে এই আইন দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের রাজ্য বিস্তার হইবে সেটি কত দূর প্রকৃত তাহা বলা যায় না। এত কাল এ দেশে কোন ধর্ম্মের আশ্রয় ভিন্ন বিবাহ সিদ্ধ হইত না॥ এক্ষণ ইচ্ছা হইলে বিবাহ বিষয়ে আর আমাদের কোন ধর্ম্মের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। ইহাতে বিবাহ বিষয়ে ধর্ম্মের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া আমরা এক রূপ অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছি, সুতরাং এ আইনে এক রূপ স্বেচ্ছাচারিতার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছে। এই আইনে কাহাকেও বাধ্য করিতেছে না বটে কিন্তু জগতে নাস্তিকতার ও ধর্ম্মবিদ্বেষিতার ভাব দিন২ যেরূপ প্রবল হইতেছে, তাহাতে আমরা জানি না বিবাহবিধি কত লোকের নিকট ধর্ম্মের শাসন উল্লংঘন করার একটি উত্তম উপায় বলিয়া জ্ঞান হয়। আমাদের প্রত্যুত ভয় হয় যে ইহা দ্বারা পাছে সকল ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। যতদিন আমাদের দেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের শাসন বলবৎ ছিল তত দিন এরূপ ভয়ের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, ইংরাজি শিক্ষা. ইউরোপীয় সভ্যতা ইত্যাদিতে আমাদের বাল্য কালের দৃঢ় সংস্কার গুলি দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহের আইনে আমাদিগকে একেবারে সেই বাল্যকালের সংস্কারের বাহিরে আনিতেছে। তবে যাহাদের ধর্ম্মভাব প্রবল তাহাদের মন অটল থাকিতে পারে, কিন্তু জগতে কয় জন ব্যক্তি ধর্ম্ম ভাল বাসিয়া থাকে? কেশব বাবু বোধ করি এরূপ মনে করেন না যে অনেকে বিবাহের কষ্টের নিমিত্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। যাহাদের ধর্ম্মের ভাব প্রবল তাহারা বিবাহের কষ্টের বিষয় মনে করেন না এবং ব্রাহ্ম দিগের বিবাহ সম্বন্ধে কষ্টই বা কি ছিল? হিন্দু সমাজের ভয়ে অনেকে সম্ভবতঃ প্রকাশ্য রূপে ব্রাহ্ম হইতেন না এবং বিবাহের আইনে সে ভয় দূর করিবে না। তবে যাহারা স্বাধীনতাপ্রিয় তাহারা বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীন হন, এটি প্রার্থনা করেন এবং বিবাহ আইন এই নিমিত্ত তাহাদের নিকট আদরণীয়। কিন্তু ইহা সমাজের পক্ষে শুভ কর কি অশুভকর হইবে তাহা বিধাতা জানেন। সকল দেশের বিবাহ প্রণালী অসঙ্গত এবং অস্বাভাবিক, বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা থাকিলে সম্ভবতঃ বিবাহের প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার হইতে পারে। আবার এই স্বাধীনতার অন্যায্য ব্যবহার দ্বারা সংসার পাপে ভারাক্রান্ত হইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মরা যত্ন করিয়া এই আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া তাঁহাদের উপকার কি সর্ব্বনাশ করিলেন তাহা কে বলিবে?

We have been requested to publish the following summary of the proceedings of the Extraordinary Meeting of the Radical League announced in our last. Moved by Baboo Dabendra Nath Ghose M. A. B. L. Pleader, High court.

(I) That the Govt of H. E. Lord Napier deserves the earnest gratitude of the educated classes all over India for the inestimable boon it has conferred upon them in the shape of the Marriage act passed on Tuesday the 19th instant.

Secondad by Baboo Basanto Coomer Bose M. A. B. L. Pleader High court, and supported by Baboos Nabogopal Mitter (Editor *National Paper*) Bipin Krisna Bose. M. A. B. L. and Jogendra Nath Ghose. M. A. carried *unanimously.*

Moved by Baboo Bipin Kristo Bose, M. A. B. L.

(II) That the warmest thanks of the Radical League are due to the Hon'ble Fitz James Stephen, Esqr. *Q.* C. Law Member, Viceregal council of India for the statesmanlike foresight and breadth of view with which he has framed the act. Seconded by Baboo Rajani Nath Bose M. A. B. L- Pleader, High court and carried with acclamation. The President then addressed the audience at some langth and the meeting came to an end at 7 P. M. after a vote of thanks to the chair.

We hear Mr. Cowan who shot 49 Kookas without any trial and authority from his superior who was close by, purposes to prosecute the Editor of the *Friend* for defamation, both in the Civil and Criminal courts. The *Friend* has bravely done its duty as a good Christian and true Briton in bringing to the notice of the Government and the public the acts of an Officer, who, according to its honest convictions acted unjustifiably and cruelly. We do not precisely know what independent and Christian, and therefore humane Englishmen feel on the subject, but we know the *Friend* has the sympathy of the entire native community.

We have the pleasure to announce that the inaugural meetting of the Krishnagore Association takes place next Saturday. It will be an open air meetig, for the citizens have no public Hall of their own large enough to accomodate the people that are expected to be present on the occasion. Another Association is expected at Nobodwip within the course of this week. The Krishnagore memorial against the new municipal bill with 5000 signatures has already been submitted. Memorials from other Towns and districts are daily expected.

The *Indian Observer* in commenting on our article the "Two Rajkees" observes "Many of his charges against our Government are unfair, and exaggerated. The assertion, that the British India Government is the only despotic power in the civilized world shows a great ignorance of contemporary history." It would have been much more satisfactory if the writer had not stopped here and pointed out to us some other contemporary despotic powers and compared them with our own Government. As the *Observer* does not condescend to enlighten us and prefers strong words to facts we can only repeat our statement that "the English Government is the most despotic power in the civilized world." In another place the writer says "but it is more important for our purpose to endeavour to study the sentiment which the article reveals than to win an easy victory by impugning his facts." Again: "dismissing all this and much of the same kind merely due to ignorance of history & &c." Assertions even from the *Observer*, without facts to support them go for nothing, and the writer should have controverted the facts upon which we founded our sentiment.

The Double Policy—A man of double heart is despicable. A man of double policy is dangerous. A double-policy judge would evade law by setting up a plausible equity and drown common sense and equity in subtleties of bad law. Such persons are hard to deal with in any line of business. Most unfortunately, this vice is seen at play in the general conduct of our principal rulers.

When that assures in favor of the purse and pride, our rulers are unhesitating

থাকিবে।

followers of the policy of governing India in an Indian way. You should not ask for a voice in state expenditure, for that would be an western innovation. You should salaam the shahebs instead of bowing in the English fashions, for the oriental form must not be departed from. You must not murmur for an extinction of the jury system, for that forms no part of the eastern despotic Governments. You must not set up any exclusive proprietory right to land, for by the traditions of the east, land belongs in part to the state.

But take an instance in which the policy of orientalism does not suit the purposes of the Government and favors the right of the people, no, the Government must at once honestly call your attention to the civilized ideas and practices of the west rather than the barbarous prejudices of the east. There must be municipal taxes, for they obtain in England. High Education must be supported by private funds, look to Cambridge and Oxford. Men with coat and cap will have precedence, for these are symbols of civilization. You must bear the road cess and this cess and that duty, because although they are pinching to half-starved natives, they are the concomitants of western enlightenment.

Thus it is our rulers argue and act. The Municipality Bill has spread horror far and wide among the people. Why, the Bill seems to be intended for the comforts and only the comforts of the people. The taxes and their rates are left at the option of the municipalities themselves. Why then reproach the Lieutenant Governor being despotic and extorting! The reason is the double policy of Mr. Campbell and the Government.

According to Indian traditions Government has an inherent right to the land revenue. And Government has availed itself of this. Government did not refuse to accept of this advantage, because in England the idea is different, and land is regarded as exclusively private property. But when by the same national traditions and deep-impressed heriditary ideas of the people, Government is expected to do all its duties in consideration of that land revenue, the Government "*bangla bughta nei*" Then would Government tell you how the English people bear different taxes for purposes of Government. The old barbarous Governments of India have always used the land revenue for education and public works so far as they understood the same. The English Government at its inauguration only caught the one as left by the Mahamedan Government and improved and expanded it. But attention to the subject of education and public works is not a new and unprecedented boon of the English Government. Certainly Bengal was not in a comfortable condition under the nabobs and Bengal administration was no fair specimen of the merits of Mahamedan Government. In comparing the English and the Mahamedan Government, zealous Bengalis often unfairly refer to Bengal to disparage the latter. Bengal was a sort of non-regulation outskirt of the Mahamedan Government. And it is the sort of the Metropolis of the English rule. If we compare Bengal of the English Government with the country about Delhi of the Moslem Government, we can fairly weigh their comparative credit. As far as we can make out, that part of the country about India abounded with wells, caravansaries schools and canals. The people were, not pinched with especial taxes for these purposes. The English Government has assuredly to do much more to claim an equal credit with the Mahamedan Government. And what they have done certainly entitles them to a decidedly greater credit. But yet considering their high civilization and charitable religion, the improvement of the country should be owing to other things than the sucked blood of the people. There may be greater improvements in proportion to a lighter sucking. But small credit will be due for such improvements. If the English Govt. cares to show any consistency of policy, let the land revenue be utilized for popular purposes by curtailing the sources of rich patronage and nepotism, or let it abolish the land revenue in favor of the ryots and then impóse taxes for particular purposes after the English fashion.

As it is, Mr. Campbell uses the right hand in drafting extorting laws and the left in indenting for fresh batches of civilians. Who can have confidence in such a conduct?

EDUCATION DEPARTMENT—About two years ago, there was some political activity in Bengal. It was occasioned by the publication of a Government resolution regarding the Education of this country. The Education department previous to that time was considered too sacred by English statesmen and nobody ever thought of applying the shears of retrenchment to it. Indeed Lord Lawrence intimated perhaps in a fit of provocation that Government was not bound to give education to the people, but His Lordship never acted up to that policy; on the contrary it was during his time that the State scholarships were founded and the colleges and universities made the greatest progress. Even after the suppression of the sepoys, when the state was almost hopelessly embarrassed, no body ever dared to breathe any thing against a department which was considered as an antidote to most of the evils of a foreign rule. Lac after lac was annually added to the sum alloted for education, and thousands and thousands of natives availed themselves of the boon offered to them by their foreign rulers. The late Viceroy first inaugurated an anti-education policy and sowed the seeds of discontent which have been since patiently and faithfully watered by Mr Campbell. The first announcement of the anti-education policy was received by the people with something like stupification, it inflicted a cruel blow to their tenderest parts, it overturned their previous convictions, and gave a rude shock to their faith and veneration in the English Government. So long as the English governed well, what mattered to the people whether they were under a foreign or a native rule? So long as the English meant well, the people had excuses for the shortcomings of their rulers. But the English not only meant well, they governed well too. The result was an implicit faith in the goodness of their English masters and an extreme apathy in political matters. The anti-education policy first created a suspicion in their minds, it stunned them and at last roused them into activity. It was an evil day for India, that day when the anti-education resolution was penned. That resolution acted as a wedge and severed the tie of affection and confidence with which both the aliens and natives were kept together. The adoption of this policy secured to Government considerable advantagees no doubt, it saved some money for the benefit of other favorite departments and put a stop to the increase of a class of people who threatened to prove most formidable adversaries to those Englishmen who intended to serve in the Indian Empire. Indeed the rapid increase of educated men in this country and their encroachments upon the privileges which were hitherto only enjoyed by the ruling race, was not only not agreeable to the Government but was thought positively unsafe to the permanence of the British rule in India. These were the advantages which it was thought men in power secured to the British India Government, but then there were other consequences which perhaps these wise men did not foresee. The confidence in the English people, at least those who were in India, was shaken. Be it remembered that it was upon this mutual good will between the two races that the continuance and permanence of the British India Government must depend, and that if English people were to retain India by mere brute force, it would require the soldiery of half the globe to do it effectully, the proportion of the Europeans to natives in this country

being only one to thirteen hundred. No price can be therefore higher for this mutual confidence, which was bartered for some advantages as related above. With the belief in their minds that they were forsaken by their paternal Government, they tried to seek sympathy and support from each other. The filial affection for the Government which was hitherto very strong gave place to the fraternal affection for each other which was hitherto lying dormant. Left to their own resources, the people combined to take care of themselves. Thus with the anti-education policy, came some political activity in the usually apathetic Bengal and trouble woe and discord entered the garden of Eden. Whatever boon came from Government, was received with profound gratitude, but the anti-education policy brought along with it the question of free gifts and inherent privileges. What was previously thought as a free gift from the foreign rulers, the people now laid a claim to. The idea gradually entered into their minds that the money after all did not come from England but was theirs, and when their ruler refused to supply them with more money for their education, the Governmont made a free use of their own money against their inclination. So there was a deep and sullen discontent throughout the country. People held meetings in every district, important towns and villages, they discussed political matters, talked of their inherent rights and the encroachments of their despotic rulers, and freely commented upon their *motives*. The Duke of Argyll was moved. His Grace called for an explanation from the Supreme Government, the Supreme Government denied the policy attributed to it and the people were partially satisfied. There was a calm but it was for short time. The new Lieutenant governor of Bengal attempted practically what the supreme government only threatened. The status of the Berhampore college was reduced and the first blow in defiance of the express orders of the State Secretary inflicted upon the so-called high education. The same fate awaited Krishnagore. Patna College ditto. Sanscrit College ditto. All these changes were effected within the course of a single year. The question naturally arises, why the people who fretted so much at a threat at present show no signs of discontent now that the threat has been consummated? Reaction must follow action and the agitation against the anti-education movement was too much for the apathetic Bengallees unused as they were to agitations of any kind. But simply not that, the apathetic Hindoo mind moves by fits and starts and prefers resignation to action and just now a calm despair hangs over the minds of the people. This is what the anti-education pölicy has brought about. Whether the forèign rulers of this country have secured to them more advăntages than suffered losses by its inauguration, they can judge for themselves; we can only guarantee that we have tried our best to depict the ăctual state of the popular mind. That another vigorous effort will be madé by the people for the cause of education we believe or rather know, we know that an effort will be made to agitate the question in England but with what success it is hard to tell. Whether the cause of education suffers or wins, the fact remains that Mr. Campbell received from the hands of Mr. Grey 40 millions of confiding and contented people and he will leave them a sullen discontented and suspicious set.

হোমিও প্যাথি চিকিৎসার উপর লোকের দিন দিন ভক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কিছু পদার্থ আছে। আমরা স্বয়ং এই চিকিৎসার সপক্ষ কি বিপক্ষ তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই, তাহা জানিয়াও কাহার লাভ নাই, কিন্তু আমরা দেখিতেছি এই চিকিৎসার ক্রমেই প্রচার হইতেছে। কলিকাতায় অনেক ভদ্র লোকের বাটিতে এক একটি হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স আছে। মফঃসলে এখন এমন নগর নাই যেখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও চিকিৎসালয় নাই। বানারসে বাবু লোক নাথ মৈত্র এই চিকিৎসা প্রথমে প্রচার করিয়া বিস্তর সুখ্যাতি লয়েন। কৃষ্ণনগরে বাবু কালী লাহুড়ী প্রথমে এই চিকিৎসা আরম্ভ করেন, তাহার পরে বাবু দ্বারিকানাথ সরকার একটি ঔষধালয় স্থাপন করিয়া নিজে চিকিৎসা করিয়া লোক দিগকে চমৎকৃত করেন। ঢাকায় খাজে আবদুল গণির যত্নে বাবু কেদার নাথ ঘোষ চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন, করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লইয়াছেন। যাঁহারা পুর্ব্বে মেডিকল কলেজে পড়িয়া পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, কেদার বাবু এই নিমিত্ত এই রূপ কৃত কার্য্যতা লাভ করিয়াছেন॥ যশোহরে বাবু কৈলাস চন্দ্র মিত্র এই রূপ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন॥ বারুই পুরে হোমিওপ্যাথি বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে। কলিকাতায় দুইটি হোমিও প্যাথি ঔষধালয় হইয়াছে, একটি বেরেণী কোম্পানির আর একটি বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের। এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিলে পারেন।

মূল্য প্রাপ্তি॥

বাবু নকুড় দাস, মল্লিক বসাখের লেন, ১২৭৯ সালের পৌষ ৬৷৷০

বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চৌধুরী, রেবিনিউ বোড, ৭৮ সালের চৈত্র ২৸৵৮

বাকসা সামাজিক সভা, বাকসা, ২৸৪

বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা ৪

বাবু উমেশ চন্দ্র বসু, নড়াইল, ৭৮ সালের মাঘ ১০

বাবু জজ্ঞচন্দ্র দত্ত, কাছাড়, ৭৯ সালের ফাল্গুণ ৮

বাবু রাম প্রসাদ মিত্র, শ্যামবাজার, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬৷৷০

বাবু বেণী মাধব বসু, গরানহাটা, ৭৯ সালের পৌষ ৬৷৷

বাবু কালী প্রসন্ন বাগচি, রাজ বাটি, বেলগছী, ৭৯ সালের শ্রাবণ, ৪॥

বাবু যোগেন্দ্র নাথ রায়, নড়াইল, ৭৯ সালের ঘ ১৬

বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহ নগর, ৭৯ সালের শ্রাবণ ৮

বাবু বরদাকান্ত মজুমদার, যশোহর নলডাঙ্গা, ৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ ১০

বাবু বিহারী লাল গঙ্গোপাধ্যায়, বারাণ্ডার লর্ন, ৭৯, সালের ভাদ্র, ৩৸০

বাবু মহেন্দ্র নাথ গুপ্তে, সেরঘটী, ৭৯ সোলে ভাদ্র ৪৷৷

সোয়েদ মজফার হোসেন, বারচাটি, ৭৯ সালের ভাদ্র ৪৷৷

বাবু হিরালাল মুখোপাধ্যায়, বারাচাটি, ৭৯ সালের ফাল্গুণ ৮

বাবু গদাধর খাঁ, সেরঘটি, ৭৯ সালের অগ্রহয়ণ ১৩

বাবু নবীন কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষ্ণনগর, ৭৮ সাল সালের পৌষ ৮

সোয়েদ আবদুলা হামিদ গোপালপুর ৭৮ সালের পৌষ ২৸

বাবু তারক চন্দ্র ঘোষ, যোড়শাঁকো ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬৷৷০

বাবু রাসবেহারী ঘোষ, ভবানীপুর, ৭৯ শালের বৈশাখ ৬৷৷0

বাবু দুর্গামোহন দাস, ভবানীপুর ৭৯ সালের মাঘ ৬৷৷0

বাবু প্রাণ নাথ দত্ত, হাটখোলা ৭৯ সালের মাঘ ৬৷৷০

বাবু কানাই লাল দত্ত, কলুটোলা, ৭৯ সালের পৌষ ৬৷৷0

বাবু শ্যামা চরণ বসু, বুনগাঁতি, ৭৮ সালের মাঘ ১০

বাবু কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলপৈতা, ৭৮ সালের মাঘ ৫

বাবু কেদার নাথ ঘোষ, যশোর, ৭৮ সালের মাঘ ৮

বাবু রাম গতি প্রামাণিক, বীরভুম ৭৯ সালের বৈশাখ ১০

বাবু রমাকান্ত নন্দী, দেবীনগর, ৭৮ সালের মাঘ ১০

বাবু তিনকড়ি কাঞ্জিলাল, মাহেশ, ৭৯ সালের চৈত্র ৮

বাবু রাম গোবিন্দ সীল, হোগল কুড়িয়া, ৭৯ সালের মাঘ ৬॥

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীজগদ্বন্ধু কুণ্ড লিখিয়াছেন—
মৎ প্রণীত অবকাশ-কুসুমের সাহায্যার্থে মহা মতি দয়াবতী কাশিম বাজারের মহারানী শ্রীল শ্রীযুক্ত স্বর্ণময়ী দেবী ৫, পাঁচটাকা ও পুটিয়ার প্রসিদ্ধ রানী শ্রীল শ্রীযুক্ত শরৎ সুন্দরী দেবী ১০, দশটাকা এবং নাগপুর মেডিকেল স্কুলের ভৈষজ্য বিদ্যাধ্যাপক শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাদাস রায় মহাশয় ৩, তিনটাকা দান করিয়াছেন। আমি, ইহাঁদের ঈদৃশ নিঃস্বার্থ দানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইলাম॥ প্রার্থনা করি, ইহাঁরা সর্ব্বযশাঃ হউন॥

—শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন—গোহাটী ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন সমাজের উপবেশনোপযোগী আসনের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতি বিংশতি মুদ্রা দান করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ তজ্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

—শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ—মেহের পুর। লর্ড মেয়োর মৃত্যু জনিত শোক প্রকাশ জন্য তথাকার হিতকারী সভায় একটি মহা সভার অধিবেশন হয়। সভ্যগণ কিছু কিছু দিয়া আপনাদের আশামত কোন একটি সদনুষ্ঠান করিয়া রাজ ভক্তি দেখাইবেন।

—শ্রীঃ—ঝিনাইদহ। শৈলকুপার ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার এক খান রেজেষ্টরি চিটী হইতে বিশ টাকার এক খান নোট বাহির করিয়া লন। ইনস্পেকটিং পোষ্ট মাষ্টার মতি বাবু তদারক করিয়া ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টারকে ফৌজদারিতে দেন তথা হইতে তিনি দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছেন।

শ্রীঃ—গোহাটী। এখানে এক ভয়ানক অগ্নি কাণ্ড হয়॥ তাহাতে বিস্তর লোকের ক্ষতি হইয়াছে॥ গৌহাটীস্থ অনেক লোক অগ্নি পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইয়াছেন॥

শ্রীকৃষ্ণ রায়, হরিহর পাড়া — বিবেচনাধীন॥
শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, মুঙ্গের — ঐ

সংবাদাবলী।

—গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা বলেন "কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাদিগকে বলিলেন, গন্য মান্য এক জন উকীল, কাছারির পূর্ব্বে কিছু পরিমাণে মদ্য পান করিয়া, তথায় যাইতে মানস করেন, কারণ গোলাপী নেসার ঝোঁকে অধিক বক্তৃতা করিতে পারা যায় ইহা তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল॥ মাতাল, মদের খোলায় বসিলে কখনেই পানের পরিমান অল্প রাখিতে পারেন না॥ অতএব উকীল বাবু ক্রমে২ বিলক্ষন মাতাল হইয়া, কাছারির ধড়া চুড়া বাঁধিয়া, ছাতি হাতে কাছারিতে চলিলেন॥ পথের মধ্যেই তাঁহার মুখের ঝরণা খুলিয়া, বক্তৃতার স্রোত বহিতে লাগিল॥ ভদ্র পথিকেরা, শুনিয়া কাণে হাত দিয়া বেগে পলাইতে লাগিলেন॥ উকীল বাবুর আলাপি জনৈক ভদ্র, এই ব্যপার দেখিয়া, তাঁহাকে বল পূর্ব্বক আপন বাসায় লইয়া গেলেন॥ তিনি তথায়ও অশ্লীল বক্তৃতায় সকলকে লজ্জিত করিয়া, কিছু আহার করিতে চাহিলেন। ভদ্র লোকটি, অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা এক খানি থালা সাজাইয়া আনিয়া দিলেন। উকীল বাবু কতক ছড়াইয়া কতক নাকে মুখে দিলেন॥ পরিশেষে দাঁড়াইয়া মাছের বাটির মধ্যে প্রস্রাব করিলেন এবং রোদন করিয়া বলিলেন "হে প্রস্রাব। তুমি আমার অন্তরের ধন, আমি তোমাকে বাহির করিয়া বড়ই অকৃতজ্ঞ হইয়াছি, অতএব তোমাকে পুনর্ব্বার অন্তরে স্থান প্রদান করি। অনন্তর বাটি ধরিয়া সমুদয় প্রস্রাব পান করিলেন॥" পাঠকগণ! ইহাকে কি ইহলোকেই নরক ভোগ বলে না?

ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়রলণ্ডে ১৪৫৬ সংবাদ পত্র প্রচারিত আছে। তাহার মধ্যে শুনে ২৬৮ খান। ইংলণ্ডে ৮২ খান প্রাত্যহিক। ইহা ছাড়া সাময়িক পত্রিকা ৬৩৯ খানা। আমরা কতনীচে পড়ে আছি?

হত্যাকারি সের আলির মৃত্যু দেহ অবচ্ছেদ করিয়া দেখাযায় যে তাহার মস্তিক ওজন প্রায় দুই শের হয় এবং হৃদয় টী অতি ক্ষুদ্র।

—মার্চমাসের ৫ ই পর্য্যন্ত ৩৫২১৪মন লবণ আমদানি হইয়াছে।

—জনরব যে এই অবধি ব্যাঙ্কের ও টাঁক শালের টাকা সমুদয় কেল্লায় রাখা হইবে॥

—লেঃ গবর্ণর ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদ সম্বন্ধে একটী নূতন নিয়মের প্রস্তাবনা করিতেছেন। তিনি বলেন বাঙ্গলায় দিন দিন কৃত বিদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে॥ তাহাতে কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মার্থীর সংখ্যা ঢের বেশী॥ সুতরাং যাহারা অল্প দিন কলেজ হইতে বাহির হন তাহাদের বেতন বাজার দরের হিসাবে ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট দিগের বেতন অপেক্ষা ঢের কম হওয়া উচিত। যদি প্রথমতঃ অল্প বেতনে এই সকল কৃত বিদ্যদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে আর অধিক সংখ্যক ব্যক্তির কর্ম্ম বিহীন হইয়া থাকিতে হয় না এবং তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বহুদর্শীত্ব লাভ করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পাইতে পারে। লেঃ গবর্ণর এই জন্য ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিম্নে দুইটি নূতন পদ সৃষ্টি করিতেছেন এবং এই নিয়ম করিতেছেন যে ভবিষ্যতে এই নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণ ক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবেন। এই সকল কর্ম্মচারী ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগকে সাহায্য করিবেন। দুইটি পদের নাম সব ডেপুটি ও কানুনগো। নূতনসব ডেপুটীদের তিন শ্রেণী বেতন ১৫০, ১০০, ও৫০ টাকা। কানুনগোর দুইশ্রেণী বেতন৫০, ও ২৫, টাকা॥

—পাটনা কালেজের সঙ্গে২ লেঃ গবর্ণর পাটনার নরম্যাল স্কুলটীও উঠাইয়া দেওয়ার সংকল্প করিতেছেন। বেহারের লোকেরা নরম্যাল পাঠশালায়ও পড়িবার যোগ্য হয় নাই?

—ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত আকবারপুরের নিকট একটি নেকড়ে বাঘের গর্ত্তে একটী বালককে পাওয়া যায়। সে কথা কহিতে পারে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল, নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে এবং কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে।

—১৮৬৫ সালের ২০ আইনানুযায়ী ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বে কতক গুলি পুস্তক ও আইন নিরূপিত হয়। কিন্তু অধুনা সাক্ষ্য আইন, তমাদী সম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি কতকগুলি নূতন আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে পরীক্ষার পুস্তক সকল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হাইকোর্ট তাহা বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্ত্তন করিয়া দেন নাই। প্রেসীডেন্সী কলেজের আইনাধ্যাপকেরা পরীক্ষা পুস্তকের নূতন একটী তালিকা প্রস্তুতের জন্য হাইকোর্টকে অনুরোধ করিতেছেন।

—ব্রাহ্মদিগের স্ত্রী নরম্যাল ও যুবতী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের দিন আমাদের একটিং গবর্ণর জেনারেলের স্ত্রী উপস্থিত হইবেন।

—আরথার ওকোনর নামক যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারানীর প্রতি গুলি করিতে উদ্যত হয়, সে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীনে আসিয়া দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ওকোনর যে পিস্তলে গুলি করিতে যায় তাহা আদপে পোরা ছিলনা। এই ঘটনার পর শ্রীমতী মহারানী এইরূপ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার রাজ্যের মধ্যস্থিত কারাগার সমুহে যে সকল ফিনিয়ান রাজ বিদ্রোহিতা অপরাধে বন্দী হইয়া আছে, তাহারা মুক্তি লাভ করিবে। আরথার ওকোনর তাঁহার নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া দণ্ড গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছে। অতএব জজেরা যদি তাহার প্রাণ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা বিধান করেন, তবে তাহাকে সামান্য বিদ্রোহির ন্যায় ফাঁসি দেওয়া হইবে না। গুলি দ্বারা তাহার মৃত্যু সম্পাদিত হইবে। এবং তাহার শব সমাহিত করিবার জন্য তাহার আত্মীয়গণকে দেওয়া যাইবে।

—পারস্য দেশ হইতে পারস্য ভাষার হস্ত লিপি পুস্তক সকল সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন॥

—ফাঁসির পূর্ব্বে হত্যাকারী সের আলি যখন গারদে ছিল, তখন ল্যাম্বার্ট সাহেব তাহার নিকটে গেলে, সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে তাহার অপরাধের জন্য তাহার মাতা ও ভগিনীর উপর কোন রূপ দণ্ড বিধান হইবে কি না॥ ল্যাম্বার্ট সাহেব তাহাকে বলেন যে ইংরাজী আইনে এমন কাজ হয় না॥ সে এই কথায় ভারি সন্তুষ্ট হইয়া সাহেবকে এক খান সুচাল পাথর দেখাইয়া বলে যে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কোন সাহেব তাহার গারদে আসিবে, তাহাকে এই পাথর দিয়া বধ করিবে, সে এইরূপ স্থির করিয়া ছিল॥ কিন্তু ল্যাম্বার্ট সাহেব তাহাকে সুসংবাদ দেওয়াতে সে তাহাকে বধ করিল না॥ ঐ পাথর খান তাহার পান পাত্রের নিকট লুকায়িত ছিল॥

—কৃষি বিভাগের সেক্রেটারি হিউম সাহেব বলেন যে এদেশে ক্ষিপ্ত হওয়ার যত কারণ আছে তাহার মধ্যে গাঁজা খাওয়া সর্ব্ব প্রধান। তিনি এবিষয় গণনা দ্বারা সাব্যস্থ করিয়া দিতে পারেন॥

—শিক্ষা সম্বন্ধীয় ডাইরেক্টর সাহেব সংস্কৃত কালেজে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা উঠাইয়া দিবার জন্য লেপটনাণ্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করেন। লেঃ গবর্ণর শুদ্ধ ডাইরেক্টরের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, এই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের উচ্চ চারিটি শ্রেণীও উঠাইয়া দিয়াছেন॥ বহরমপুর ও কৃষ্ণ নগর কালেজ হাইস্কুলে পারণত হইবে। আবার পাটনা কলেজ এই দশা প্রাপ্ত হইতেছে। লেঃ গবর্ণর বলেন যে পাটনায় যাহাদের জন্য, অর্থাৎ বেহারের লোকেদের জন্য, কালেজ হইয়াছে তাহারা উহা দ্বারা কোন উপকার পায়না, সেখানে বেশীর ভাগ বাঙ্গালী যুবকেরাই অধ্যয়ন করে অতএব পাটনার কলেজ রাখা নিষ্প্রয়োজন। লেঃ গবর্ণর শিক্ষা বিভাগ যেন লাওয়ারেশ বাদাবন পাইয়া এক দিক হইতে ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন॥

—ত্রিঞ্চি পল্লী নগরে সায়েদ হামিদ নামক এক জন মুসলমান কতক গুল মুসলমান সেনার মধ্যে বিদ্রোহিতা প্রচার করাতে গবর্ণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে॥

—গত ৯ই মার্চ্চ হইতে ১৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় ১৮৫জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে॥ ইহার মধ্যে ওলাউঠায় ১৪ জন॥

—লর্ড মেয়োর মৃত্যুর কোন স্মরণ চিহ্ন রক্ষার্থে কাশ্মীরের মহা রাজা ১৭ হাজার টাকা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন॥

—হিন্দু পেট্রিয়টের লণ্ডনস্থ কোন বন্ধু নূতন গবর্ণর জেনারেল সম্বন্ধে লিখেন যে লর্ড নর্থ ব্রুক এক জন বিশিষ্ট পারদর্শী ও পরিশ্রমী লোক কিন্তু অহঙ্কারী ও এক গুঁয়ে॥

—ফরাশীশ দেশীয় কোন এক সংবাদ পত্র লর্ড মেয়োর হত্যা রুশীয় দিগের মন্ত্রণা ঘটিত বলেন॥

—ইংলণ্ডে ১৮৭১ সালে ৩৫৪৭ খান নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়॥

—রাজা রাম মোহন রায়ের প্রদৌহিত্র বাবু কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইয়াছেন॥ আমরা শুনিলাম কিশোরী বাবুর কনিষ্ট ভ্রাতাও শীঘ্র ইংলণ্ডে যাইতেছেন॥ হিন্দুর মধ্যে প্রথমে রাজা রাম মোহন রায় বিলাতে গমন করেন॥

—চিকাগো দেশের এক জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এই রূপ মত ব্যক্ত করেন যে নিরতিশয় গোলা গুলির শব্দ হইলে বৃষ্টি নামিতে পারে॥ তিনি এই মতের পোষকতায় দেখাইয়াছেন যে প্রায় অনেক সময় বড বড় যুদ্ধের পরই বৃষ্টি হইয়াছে॥

—দারজিলিং নিউস শুনিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট সিকিম রাজ্য ক্রয় করিতে সংকল্প করিতেছেন॥ নিউস বলেন যে এই দেশ মধ্যে থাকাতে তিব্বত

দেশের সহিত ইংরাজদের বাণিজ্য ভাল করিয়া চলে না॥ প্রবল পরাক্রমশালী ইংরাজ গবর্ণমেনটের ভারতের কোন দেশের উপর লোভ হইলে কে তাহা নিবারণ করিতে পারে॥

—ইংলিশ ম্যান শুনিয়াছেন যে গুডফ্রাইডের বন্দের সময় হাইকোর্ট কলিকাতাস্থ নূতন গৃহে উঠিয়া আসিবে॥ কাগজ পত্র আনিবার জন্য ছয় হাজার টাকা এবং নূতন আসবাব সব ক্রয় করিবার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে॥ হাইকোর্টের পুরাণ জিনষ পত্র সকল বিক্রয় করা হইবে॥

—আমরা শুনিলাম গত ১৪ ই মার্চ সন্ধ্যার সময় যশোরে একটী উল্কাপাত হয়॥ এবং ইংলিশ ম্যানের এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে তিনি কলিকাতায় ও উহা দৃষ্টি করেন॥

—গত মহরমের সময় কলিকাতায় পুলিশ অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা বেশী সতর্ক থাকে॥ বোম্বাইয়ে এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও এই রূপ॥

—নাইওনিয়ারের এক জন পত্র প্রেরক বলেন যে সিমলার রাস্তায় দলে দলে বদমায়েস কাবুলী সকল রহিয়াছে॥

—যাহারা ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, লেঃ গবর্ণর তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি অভ্যাস ভুলিয়া না যান॥ লেঃ গবর্ণর আর একটী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যে পুরাতন ডিপুটি মাজিষ্ট্রেটরাও ঘোড়ায় চড়া ও অন্যান্য দৌড় ধাপের কাজ অভ্যাস করিবেন, তাহার অন্যথা হইলে তাঁহারা উচ্চ শ্রেনীতে উঠিতে পারিবেন না॥ কমিশনার সাহেবরা সময়ে সময়ে গবর্ণমেনটকে এ বিষয় অবগত করিবেন॥

—আমাদের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ডনর্থব্রুক সাহেব গত শনিবারে রওনা হইয়াছেন॥

—ত্রিহুত জেলার তাজপুর মহকুমার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ফরবস সাহেব একজন রজপুত আসামীকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করেন॥ আসামী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে যে এই কি সাহেবের চূড়ান্ত হুকুম॥ তিনি তাহাতে সম্মতি দিলে আসামী সাহেবের ঘাড়ে চাদর বাধাইয়া দিয়া তাহাকে মাটিতে টানিয়া আনে এবং প্রহার করিতে আরম্ভ করে॥ আসামীর নিকট কোন অস্ত্র ছিল না॥ শেষে এক জন আমলা আসিয়া সাহেবকে উদ্ধার করে॥

—মান্দ্রাজ রেলওয়ের এক দুর্ঘটনায় স্ত্রীনিবাস চারী নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। রেলওয়ে কোম্পানি মৃত ব্যক্তির জীবনের ক্ষতি পূরণের বাবদ তাঁহার পরিবারকে বার হাজার টাকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন॥

—ক্রিশ্চিয়ান কাউনসিল লেডীমেয়রকে দশ হাজার টাকা এবং লর্ড মেয়োর সন্তানগণকে দুই লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতে সংকল্প করিয়াছেন॥

—শুনা যাইতেছে যে আগামী বজেটে সৈন্যের ব্যয় প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা কমান হইবে॥

—ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারদিগের পরীক্ষা দিতে হইত না॥ তিন বৎসর আইনের উপদেশ লইলেই তাহারা ব্যারিষ্টার হইতেন॥ এই প্রথাটি এখন উঠিয়া যাইতেছে। এখন অবধি আইনাধ্যায়ীরা শেষ এক পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে ব্যারিষ্টার হইতে পারিবেননা।

—বারাণসীর ইথারিংটন সাহেব ভাষাভাস্কর নামক এক খানি হিন্দি ভাষার ব্যাকরণ লেখাতে তাঁহাকে আট শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে॥ অনেক বাঙ্গালি ত বহু দিন হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাস করিতেছেন॥ তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি ব্যাকরণ লিখিবার মতন হিন্দি অভ্যাস করিতে পারেন নাই? কিন্তু বাঙ্গলার বিদ্যালয় সমূহে এক কালে কীথ্ সাহেবের ব্যাকরণ পঠিত হইত॥

প্রেরিত

জাগলী।

মহাশয়, মহকুমা রাণাঘাটের অন্তর্বর্ত্তী বড়-জাগলী নামক গ্রামে আমার বাস। কয়েক বৎসর অতীত হইল উক্ত মহকুমার পরোপকারী ন্যায়বান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রমে এই গ্রামে হিতৈষিনী নাম্নী একটী সভা স্থাপিত হইয়া গ্রামস্থ জনৈক সদাশয় ব্যক্তির নিস্বার্থ আন্তরিক যত্নে এপর্য্যন্ত সুনিয়মে চলিয়া আসিতেছিল। এই সভা স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত ইহা দ্বারা গ্রামের অনেক অভাব মোচন হইয়াছে। এবং যদ্যপি ইহা আরও কিছুদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে যে আরও অনেক উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য আমি সাহস সহকারে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে যদ্যপি উক্ত মহাত্মার কৃপাদৃষ্টি এই সামান্য গ্রামের উপর না থাকিত তাহা হইলে ইহার এতদূর উন্নতি হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত আছি। কিন্তু যাহা হউক প্রথম প্রথম নবানুরাগ বশতঃই হউক কি অন্য কোন কারণেই হউক সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক চলিতেছিল। সকলেই সভা কালীন সভায় উপস্থিত থাকিয়া কিসে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে ইত্যাদি বিষয়ের সদুপায় স্থির করিতেন। এক্ষণে তাহার অবিকল বিপরীত অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে॥ সভাটী সকলের গলগ্রহ হইয়াছে। গ্রামের উন্নতি প্রতি কাহারও আন্তরিক যত্ন নাই। বোধ হয় যদ্যপি এইরূপ সভার দৌড় হয় তাহা হইলে ইহার বড় আর অধিক দিন নাই, চরমকাল নিকটবর্ত্তী। এখন এই সভার স্থাপনকর্ত্তা শ্রদ্ধাস্পদ মাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে এই অনুরোধ যে তিনি যেন এসময় নিশ্চিন্ত হইয়া না থাকেন এখন তাঁহার একটু যত্ন ও পরিশ্রমের আবশ্যক। তাহা হইলেই এই সভা গৃহ যে চির কালের জন্য তাঁহার অটল কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ বিরহ।

এই ক্ষুদ্র গ্রাম খানিতে মহাত্মা লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ের একটী বঙ্গবিদ্যালয় এপর্য্যন্ত প্রশংসার সহিত চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা তাহা দেখিলে ইহাকে আর সে-বিদ্যালয় বলিয়া বোধ হয় না। অকস্মাৎ বিদ্যালয়টীর এরূপ অবস্থা হইবার কারণ গ্রামস্থ লোকদিগের তত্ত্বাবধান না থাকা গ্রামের লোকের যত্ন না থাকিলে কি বিদ্যালয়ের উন্নতির আশা করাযায়? মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুহলের বিষয় এই যে বিদ্যালয়েরত এইরূপ অবস্থা তাহাতে ইহার কোন উন্নতির চেষ্টা নাকরিয়া সকলেই স্কুল গৃহটী পাকা করিবার জন্য শশ ব্যস্ত। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে স্কুল গৃহ পাকা হইলে পড়িবে কে? ইহা দ্বারা কি বিদ্যালয়ের কোন উন্নতির আশা আছে? আমার বোধ হয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই কয়েকটী নিয়মের প্রয়োজন- প্রথম; শিক্ষক মনোনীত; দ্বিতীয়, পুস্তক নির্ব্বাচন, তৃতীয়, মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ, এবং চতুর্থতঃ এবং প্রধানতঃ গ্রাম বাসীদিগের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা।

বারুইপুরের চিকিৎসালয়।

মহাশয়, আজ কয়েক মাস গত হইল আমরা বারুইপুরে যে দাতব্য চিকিৎসালয়টী স্থাপন করিয়াছি, সম্প্রতি তাহাতে চিকিৎসা করিবার জন্য সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিযুক্ত হইতেছেন। এত দিন দুইটী গৃহের মধ্যে ত্রিবিধ চিকিৎসা চলিতেছিল, এক্ষণে ঐ ত্রিবিধ চিকিৎসার জন্য তিনটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করা গিয়াছে॥ কয়েক দিন হইল মেডিকেল কলেজে শিক্ষিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ নামক একটি উপযুক্ত কম্পাউণ্ডারও রাখাহইয়াছে অর্থ ব্যয় হইতেছে, একাকী আমাদিগের মত ব্যক্তি হইতে চির দিন ঐরূপ চিকিৎসালয়ের সমস্ত অর্থব্যয় করিয়া আসা বড় কঠিন বোধে আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভার্থে আবেদন করি এবং আবেদন পত্র জেলা ২৪ পরগণার ডাক্তার সারকো সিভিল সার্জন মহাশয়ের নিকট করাইয়। শুনিলাম সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট প্রেরণ করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে এই চিকিৎসালয় স্থায়িত্ব ও এক্ষণে রীতিমত চলিতেছ কিনা এবং দেশের বিশেষ উপকার ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমাদিগের বারুইপুর সবডিভিজানের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ পালের প্রতি ভারার্পিত হইয়াছে। কিন্তু মহামান্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত অত্রস্থ মান্যাস্পদ শ্রীযুক্ত মুনসেফ বাবু কিম্বা জেলা ২৪ পরগণার ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারকো সিভিল সারজন মহাশয়ের ইঁহাদের মধ্যে কাহার ও প্রতি ভারার্পিত হয়।

১৮৭২
৯মার্চ্চ
বারুইপুর
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী।

গৌহাটীস্থ মুসলমান গণের দুরবস্থা।

কিছু দিন গত হইল, গৌহাটীর মুসলমান গণ দুই দলে বিভক্ত হওয়া বিষয়ের এক খানি রচনা আপনার পত্রিকায় ছাপা করাইয়া ছিল। আমরা সেই লোকটিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলাম কারণ সেই রচনা খানি পাঠে দুর্ভাগ্য স্বাক্ষরকারী লোক গণের আন্তরিক ভ্রম দুর হইয়া তাহারা সৎপথাবলম্বন করিতে ছিল। সেই স্বাক্ষরকারীর মধ্যের আমিও এক জন॥ অনেকানেক লোক সেই রচনা পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিল "নিয়মাবলী পত্র খানি" মুসলমান ধর্ম্মের নিয়মাতিরিক্ত মাত্র॥ বিবেচনা করিয়া দেখেন পত্র খানিতে স্বাক্ষর না করিলেই যে, তার সঙ্গে খাওয়া লওয়া নিষেধ কি কোন ধর্ম্ম পুস্তকের কথা? কেবল ধর্ম্মের ভাব গোড়া বুঝিতে না পারিয়া গণ্ডগোল লাগাইয়াছে। আহা! কি দুঃখের বিষয়। দায়ে ঠেকিয়া স্বাক্ষর দিয়া স্বীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবদের সহিত খাওয়া লওয়া করিতে পারিতেছি না॥ কয়েক দিন গত হইল স্বাক্ষর কারীর মধ্যের আমরা দশ বারো জন বন্ধু স্বাক্ষর না করা বন্ধু গণের সহিত পর্ব্বতোপরে একটী পুষ্করণী দেখিতে গিয়া আনন্দে আহার বিহার করিয়াছিলাম তজ্জন্যে আমাদের প্রত্যেককে ৫॥ ৬॥ ৪॥ ৩॥ ২ এক টাকা করিয়া জারমান দিতে হইয়াছে বলিয়া কি আমরা তাহাদের সহিত আহার বিহার করিব না॥ এপ্রকার কখন ধর্ম্ম পুস্তকে লেখে নাই॥ স্বীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদ করা কত বড় আহ্লাদের বিষয় সকলেই জানিতে পারেন॥ দেখেন এখানকার শ্রীযুক্ত মুনসী সেখায়ত হুসেন সাহেব এক জন মহা জ্ঞানী ও মহাধনী লোক তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহোপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সকলেকেই নিমন্ত্রণ দিয়াছিলেন॥ কিন্তু এই দায়ে ঠেকিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে না পারায় কত অন্যায় হইয়াছে পাঠক গণ ভাবিয়া দেখুন॥ ভরসা করি কোন উত্তম মৌলবি আসিয়া স্বাক্ষরকারী লোক গণের মনের ভ্রমটী দুর করিয়া দিবেন॥

শ্রীগরিব উল্লা
গৌহাটী

বিজ্ঞাপন॥

মনোরমা নাটক।
সামাজিক বিষয়ক।
শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত
মূল্য ১ টাকা
বাল্মীকি যন্ত্রে ও সংস্কৃত ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন ॥

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্রনাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার

সঙ্গীত শাস্ত্র প্রথম ভাগ॥

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানাবিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড্রবাদার্সদের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে মূল্য ॥০ ডাক মাশুল এক আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিশন পাইবে।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

সঙ্গীত সমালোচনী।

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন। মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হর মোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

লেখ্য বিধান॥

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক কি ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্থ হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া পুস্তক খানি প্রকাশ হইয়াছে মূল্য এক টাকা কলিকাতা, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

বঙ্গ দর্শন।

(মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন)

বঙ্গদর্শন ১লা বৈশাখ হইতে প্রচলিত হইবে। নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক
" " দীন বন্ধু মিত্র,
" " হেম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল,
" " কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য, বি এ,
রাজ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল,
" " তারা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" " অক্ষয় চন্দ্র সরকার, বি এল,

ও অন্যান্য মহোদয়গণ বঙ্গদর্শনে নিয়মিত রূপে লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ডাক মাশুল ছাড়া বঙ্গ দর্শনের মূল্য।

	আগামি	পশ্চাৎ দেয়।*
বার্ষিক	৩৲	৪৷৷০
ষাণ্মাসিক	১৸০	২"০
ত্রৈমাসিক	১৲	১৷০

প্রত্যেক খণ্ড ॥০ আনা।

১ নং পীপুল পটী লেন।
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১ল চৈত্র ১২৭৮।
শ্রী ব্রজ মাধব বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।

* কিন্তু সাধারণতঃ অগ্রিম মূল্য দিলেই গ্রাহকগণ বঙ্গদর্শন পাইবেন।

আগামী ৬ই বৈশাখ শ্রীরামনবমী বুধবার পাবনা ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক হইবে॥

তৎপর দিবস প্রাতে পাবনা কন্যা বিক্রয় নিবারণী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা হইবে এবং অপরাহ্নে বিধবা বিবাহ প্রচারিণী সভার বিশেষ অধিবেশন হইবে।

ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ, কন্যা বিক্রয় নিবারণের সপক্ষ গণ ও বিধবা বিবাহের বন্ধুগণ অনুগ্রহ করিয়া ২।১ দিবস পূর্ব্বে উপস্থিত হইলে চিরবাধিত হইব।

আমরা প্রশস্ত হৃদয়ে দেশীয় ও বিদেশীয় সকল সম্প্রদায়ী লোককে আমাদিগের উৎসবে আহ্বান করিতেছি।

পাবনা
১২৭৮
৯ চৈত্র
শ্রীবানী চন্দ্র রায়।
ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য॥
পাবনা

বিজ্ঞাপন॥

চরিতাষ্টক মূল্য॥০ — (১) রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (৪) কৃষ্ণ পান্তী, (৫) রাজা রাম মোহন রায়, (৬) মতিশীল, (৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। ইহাঁদের জীবন॥

পদ্যময় ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য মূল্য ৵০ সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। এ সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১১ নং বাটীতে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। শ্রীকালীময় ঘটক

আমরা যশোহরে একটি ব্রাহ্ম সমাজ একটি মদ্যপান নিবারণী সভা ও একটী দরিদ্র হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি ইহার সকল কয়েকটীতে কিম্বা কোন একটিতে যোগ দিতে অথবা সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন পত্র দ্বারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র
গোবরনগর ডাক ঘর।
১৮৭২। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি।

উজীর পুত্র।
or
The Mysteries of the Court of ShahJehan.

প্রথম পর্ব্ব, মূল্য ৸৵০ আনা, ডাকমাশুল৵০ কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

A. Novel full of Mysteries
in Bengali.

আমার গুপ্ত কথা, দ্বিতীয় পর্ব্ব, মূল্য ৸০ আনা ডাকমাশুল ৵০আনা। তৃতীয় পর্ব্বের ৬০ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে; প্রতি সংখ্যার মূল্য অর্দ্ধআনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণঘোষ

ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত। কৃষ্ণচন্দ্ররায় প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে পাওয়া যায়। মূল্য ।৵ মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

বামা রচনাবলী।

এদেশীয় বামাগণের নানা বিষয় ঘটিত উৎকৃষ্ট রচনা সকল সংগৃহীত হইয়া হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে পুস্তক খানি ২৫ ফরমা এবং উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত। প্রতি খণ্ড উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য ১৲টাকা এবং সামান্য বাধান মূল্য ৸০ আনা।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রিট।

অমৃতবাজার পত্রিকা

অগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮৲টাকা
ষাম্মাসিক	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২৸
প্রত্যেক সংখ্যা	।৴

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	১০ টাকা

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার	৵
ও ততোধিক বার	৴১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটীতে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।